ফয়যানে সদরুশ শরীয়া

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

ফয়যানে সদরুশ শরীয়া

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে (ব্যক্তি) আমার উপর এক বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন, আর যে আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতি একশত রহমত বর্ষণ করেন। "যে আমার উপর একশবার দরূদে পাক প্রেরণ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিখে দেন, **এ বান্দা নিফাক ও দোযখের আগুন থেকে মুক্ত।** আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।" (মুজামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ تُوْبُوْا اِلَى الله ,اُذْكُرُ الله ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এক উপস্থিতি ছুটে গেল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাওয়ালুল মুকার্‌রম মাস, আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও বরকতের বৃষ্টি বর্ষণের সমাপ্তি হতে চলেছে আর এর পরেই যিলকদ মাসের আগমন। এটা সেই মোবারক মাস যেই মাসে পৃথিবীর সুন্নিয়তের বড় পরিচালক সুন্নীদের পথ প্রদর্শক রযবীয়্যতের সূর্য বিকিরণকারী আ'লা হযরতের খলিলা, বাহারে শরীয়াতের লেখক সদরুস শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই দুনিয়া থেকে পর্দা করেন। অর্থাৎ যিলকদ মাসের দুই তারিখ উনার ওরশ মোবারক। আসুন এরি প্রেক্ষিতে সদরুস শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মোবারক জীবনির বিভিন্ন সুন্দর আলোচনা শুনি। প্রথমে অবশ্যই একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনুন:

অতঃপর হযরত সদরুস শরীয়া মুফতী আমজাম আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আজমীর শরীফের মধ্যে একবার খুবই মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গেলেন। এমনকি তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। দুপুরের প্রথম দিকে বেহুশ হয়ে আসর পর্যন্ত ছিলেন। হাফেজে মিল্লাত মাওলামা আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উনার খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। সদরুস শরীয়া বদরুত তরীকা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর যখন হুশ ফিরে আসল তো সর্ব প্রথম এটাই জানতে চাইলেন যে সময় এখন কত? জোহরের সময় বাকী আছে কি নেই? হাফেজে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: এতটা বাজল, জোহরের সময় বাকী নেই। এটা শুনে তিনি এত কষ্ট পেলেন যে উনার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেল। হাফেজে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: হুযুর আপনার কি কোন ব্যথা বা কষ্ট রয়েছে কি না? উত্তর দিলেন: অনেক বড় কষ্ট যে জোহরের নামায বাযা হয়ে গেল। হাফেজে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরয করলেন: হুযুর বেহুশ ছিলেন। বেহুশি অবস্থায় নামায কাযা হয়ে গেলে কিয়ামতের দিন এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা হবেনা। তিনি উত্তর দিলেন: আপনি প্রশ্ন করার ব্যাপারে বলছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে একবার উপস্থিত হওয়া থেকে তো বঞ্চিত রইলাম।

(তাজকিরায়ে সদরুশ শরীয়া, ৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জামায়াত সহকারে নামাযের উৎসাহ উদ্দীপনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নামাযের প্রতি কেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং নামাযোর প্রতি কেমন ভালবাসা রাখতেন যে শরীয়তের পক্ষ থেকে ছাড় পাওয়া সত্ত্বেও বেহুশি অবস্থায় নামায ছুটে যাওয়ার জন্য এই পরিমাণ দুঃখিত হলেন যে চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাআলা উনার সদকায় আমাদেরকে নামাযের প্রতি ভালবাসা ও ইবাদতের স্বাদে সম্পদশালী করুন। হযরত সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার প্রতিও খুবই কঠোর ছিলেন। এমনকি যদি মুয়াজ্জিন কোন কারণে সঠিক সময়ে আযান দিতে অক্ষম হলে তিনি নিজেই আযান দিতেন। পুরনো দৌলত খানা তেকে মসজিদ খুবই নিকটে ছিল। এতে কোন কষ্ট ছিলনা। কিন্তু যখন নতুন দৌলত খানার বসবাস শুরু করলেন এটার আশেপাশে দুইটা মসজিদ ছিল। একটি ছিল বাজার মসজিদ, অন্যটি ছিল বড় ভাইয়ের ঘরের পাশে। যেটা "নাওয়া মসজিদ" নামে প্রশিদ্ধ ছিল। এই দুই মসজিদের মধ্যখানেই তিনি ছিলেন ঐ সময় উনার চোখের জ্যোতি দূর্বল হতে লাগল। বাজারের মসজিদ নিকটে ছিল, কিন্তু রাস্তায় অবাঞ্চিত কিছু নালা ছিল। এই জন্য (নাওয়া মসজিদে) নামায আদায় করতে আসতেন। একবার এমনি হল, সকালে নামায আদায় করতে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় একটি কূপ ছিল, তখন কিছুটা অন্ধকার ছিল। রাস্তাও কিছুটা উঁচু নিচু ছিল। অসাবধাণতা বশত কূপের নিকটবর্তী হয়ে গেলেন, যেই কূপে পা দিচ্ছিলেন একজন মহিলা এসে গেলেন। আর জোরে চিৎকার দিলেন; আরে মৌলভী সাহেব সামনে কূপ থামুন! নতুবা পড়ে যাবেন। এটা শুনে হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেমে গেলেন এবং কূপের পার্শ্ব থেকে সরে গিয়ে মসজিদে চলে গেলেন। এতদ সত্ত্বে মসজিদের উপস্থিতি ছাড়েননি। **(তাজকিরায়ে সদরুশ শরীয়া, ৩১ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার কেমন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল। বার্ধক্যের সময়েও যখন চোখের জ্যোতিও অনেকটা দূর্বল হয়ে পড়েছিল। ঐ কঠিন মূহুর্তেও জামায়াত সহকারে নামায আদায় করতে মসজিদে উপস্থিত হতেন। কিন্তু আফসোস অনেক মুসলমান অলসতা, উদাসীনতা ও সাধারণ পেরেশানী এবং অসুস্থ অবস্থায় জামায়াত সহকারে নামায ছেড়ে দেন। এই কারণে আমদেরও উচিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে নিয়মিত ভাবে আদায় করা। মসজিদে নামায আদায়ে গমনকারীর গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। যদি জামায়াত সহকারে নামায আদায় করা হয় তো তার মাগফিরাত হয়ে যায়। যদিও জামায়াত ছুটে যায় তারপরও ঐ ফযীলতের অধিকারী হবে। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়্যিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: যখন একজন আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হল। তো বললেন: আমি তোমাদের শুধুমাত্র সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "তোমাদের মধ্য থেকে যে পরিপূর্ণ অযু করে এবং মসজিদের দিকে চলে। তো ডান পা উঠানোতে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য একটি নেকী লিখেন আর বাম পা রাখাতে আল্লাহ্ তাআলা তার একটি গুনাহ মুছে দেন। এখন তোমাদের উচ্ছা তোমরা মসজিদের পার্শ্বে থাকবে না দূরে। তারপর যখন সে মসজিদে আসে এবং জামায়াত সহকারে নামায আদায় করে, তখন তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। অতঃপর সে যদি মসজিদে উপস্থিত হয় এবং তার যদি কিছু ছুটে যায়, আর কিছু বাকী থাকে তবে তার উচিত সে যে রাকাতগুলো পেয়েছে তা ইমামের সাথে পড়ে নেয় আর বাকী রাকাতগুলো পরিপূর্ণ করে নিবে। তখনো তাকে মাগফিরাত করে দেওয়া হয় এবং যদি সে মসজিদে জামায়াত সহকারে নামায আদায়ের নিয়্যতে উপস্থিত হয় কিন্তু জামায়াত হয়ে গেছে। তখন তার উচিত নামায আদায় করে নেয়া। তবে তার জন্যও এই সুসংবাদ রয়েছে।" (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবু মা জা ফিল হাদয়ি ফিল মাশয়িলাস সালাহ, ২য় খন্ড, ২৩৩-৫২৩ পৃষ্ঠা) স্মরণ রাখুন! ইচ্ছাকৃত ভাবে জামায়াত সহকারে নামায বর্জনকারী এই ফযীলত, তবে দূরের কথা বরং জামায়াত বর্জন করার কারণে গুনাহগার হবে।

www.dawateislami.net

প্রাথমিক অবস্থাঃ

হযরত সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ১৩০০ হিজরী মোতাবেক ১৮৮২ তে পূর্ব ইউপি (ভারত) কসেস মদীনাতুল উলামা গোসী-তে জন্মগ্রহণ করেন। উনার সম্মানীত পিতা হাকিম জামাল উদ্দিন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এবং দাদা হুযুর খোদা বখশ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ডাক্তারীতে খুবই দক্ষ ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা উনার দাদা হুযুর হযরত মাওলানা খোদা বখশ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ঘর থেকেই অর্জন করেন। তারপর উনার নিজস্ব শহরের নাছেরুল উলুম মাদ্রাসায় গিয়ে গোফালগঞ্জের মৌলভী ইলাহী বখশ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কাছ থেকে কিছু শিক্ষা অর্জন করেন। তারপর জৌনপুরে পৌঁছলেন এবং উনার চাচাত ভাই ও উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কাছ থেকে কিছু সবক পড়লেন। তারপর জামে মাকুলাত ও মানকুলাত হযরত আল্লামা হিদায়তুল্লাহ খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ থেকে ইলমে দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন এবং সেখান থেকে দরসে নিজামী শেষ করেন। তারপর দাওরায়ে হাদীসের পাণ্ডিত্যতা পরিপূর্ণ করেন উস্তাদুল মুহাদ্দীসিন হযরত মাওলানা ওয়াসী আহমদ মুহাদ্দীস সুরাতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ থেকে করেন। হযরত মুহাদ্দীস সুরাতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ উনার দক্ষ ছাত্রের ব্যাপারে সুউচ্চ মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ আমার কাছে কেউ পড়েছে তো সে হল আমজাদ আলী। **(তাজকিরায়ে সদরুশ শরীয়া, ৫ পৃষ্ঠা)**

চেহারা মোবারকঃ

তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ খুবই সুন্দর গোধূলী বর্ণের ছিলেন। রিষ্ঠপুষ্ট শক্তিশালী শরীরের অধিকারি চেহারা মোবারক খুবই সুন্দর আলোকউজ্জল গোধূলী বর্ণের। প্রশস্থ কপাল সাথে সাথে বড় বড় প্রজ্জলিত চক্ষু। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ভ্রমর ঘন ছিল এবং দাঁড়ী মোবারকও প্রায় ঘন ছিল। শরীর মোবারক ভরপুর সুউচ্চ গঠন ও সুন্দর ছিল। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর উচ্চতা ছিল মাঝারি সমপরিমিত। **(সাওয়ানেহ সদরুশ শরীয়া, ১০ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

শক্তিশালী মুখস্তশক্তিঃ

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুখস্তশক্তি খুবই শক্তিশালী ছিল। ছাত্র অবস্থায় স্মরণশক্তির প্রখরতা শক্তিশালী মুখস্তশক্তি ও অধ্যাবসায়ের কারণে সমস্ত ছাত্রদের তুলনায় তিনিই ভাল বুঝতেন। একবার কিতাব দেখা বা শুনার মাধ্যমে বছর পর্যন্ত এমনি ভাবে স্মরণ থাকত যেন মনে হয় এখনি শুনেছেন বা পড়েছেন তিনবার কোন ইবারত পড়ে নিলে তো মুখস্ত হয়ে যেত। (তাজকিরায়ে সদরুশ শরীয়া, ৭ পৃষ্ঠা)

শিক্ষাদানের সূচনাঃ

শুবায়ে বিহার (পাঠনা ভারত) এর মধ্যে সাদ্রাসায়ে আহলে সুন্নাতের এক বিখ্যাত পাঠদান কক্ষ ছিল। ওখানকার মুতাওয়াল্লি মাদ্রাসার মৃত কাজী আব্দুল ওয়াহিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত মুহাদ্দীস সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাদ্রাসায়ে আহলে সুন্নাতে প্রধান শিক্ষকের জন্য সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বাচাই করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্মানীত উস্তাদগণের দোয়াই পাঠনা পৌঁছেন এবং প্রথম ছবকেই জ্ঞানের সমুদ্র বইয়ে দেন যে শিক্ষকগণ ও ছাত্রদের মাঝে এক আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হল। আ'লা হযরতে খলিফা হযরত মাওলানা কাজী আব্দুল ওয়াহিদ আযমী আবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি নিজেও অনেক বড় আলীম ছিলেন। তিনি সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জ্ঞানের গভীরতা ও দক্ষতা দেখে খুবই প্রভাবিত হয়ে মাদ্রাসার শিক্ষার দায়িত্ব তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিকট প্রধান করলেন।

আ'লা হযরতের সাথে সাক্ষাৎঃ

কিছুদিন পর কাজী আব্দুল ওয়াহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাদ্রাসায়ে আহলে সুন্নাতের প্রতিষ্ঠাতা (পাঠনা) এর মারাত্মক অসুক হয়ে দেল। কাজী সাহেব একজন দ্বীনদার মুত্তাকী লোক ছিলেন। তিনি তার গোটা জীবনে দ্বীনের খেদমতকে নিদর্শন বানিয়েছেন উনার পরহিজগার ও মাদানী ধ্যান ধারণার প্রতি মোহিত হয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং হযরত ক্বিলায়ে মুহাদ্দীস সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى

www.dawateislami.net

عَلَيْهِ দের মত বুযুর্গগণ কাজী সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য রওয়হলকণ্ডি থেকে পাঠনা তাশরীফ আনেন। এ সময়ই হযরত সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রথমবারের মত আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অন্তর উনার দিকে ধাবিত হয়ে গেল এবং উনার উস্তাদ মুহতরম হযরত সায়্যিদুনা মুহাদ্দিস সুরাতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পরামর্শে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া তে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে বাইয়াত হয়ে গেলেন। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং মুহাদ্দীস সুরাতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উপস্থিতিতে কাজী সাহেব ইন্তেকাল করলেন, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জানাযার নামায পড়ালেন এবং মুহাদ্দীস সুরাতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কবরের মধ্যে নামালেন। **(তাজকিরায়ে সদরুশ শরীয়া, ৯ পৃষ্ঠা)**

চিকিৎসা শাস্ত্রে দক্ষতা :

মরহুম কাজী সাহেবের ইন্তেকালের পর মাদ্রাসায় এমন কিছু লোকদের হাতে পৌঁছে যাদের ইলমে দ্বীনের সাথে কোন সম্পর্কই ছিল না। সমস্যাগুলোর মাধ্যমে বুঝা গেল যে দ্বীনের খেদমত যা মূল উদ্দেশ্য এখন তা এখানে সম্ভব নয়। এই কারণে রমযানুল মোবারক ১৩২৬ হি: নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, এবং মাদ্রাসা থেকে ইসতফা দিয়ে দিলেন। যেহেতু উনাদের বংশে ডাক্তারী খোশা ছিল। এই জন্য বাবার পরামর্শে মতে, এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য ডাক্তার আব্দুল ওয়ালী সাহেবের নিকট লাকনো চলে গেলেন দুই বছর পর পরিপূর্ণ ভাবে জ্ঞান অর্জন করে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ডাক্তারী শুরু করে দিলেন। বংশীয় পেশা ও খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে ডাক্তারী পেশ সপলতার সাথেই চলছে। **(ছাওয়ানেহ সদরুশ শরীয়াহ, পৃ-৩৬)**

জীবিকা অর্জনের ধারাবাহিকতা থেকে অবসর হয়ে ১৩২৯ হি: তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উনার উস্তাদ হযরত মুহাদ্দিস সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং মুরশীদে বরহক আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আযমে

www.dawateislami.net

সফর করলেন, হযরত মুহাদ্দিস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে যখন পৌঁছলেন তো তিনি বুঝতে পারলেন যে উনার যোগ্য ও পরিশ্রমী ছাত্র হেদায়াত প্রাপ্ত পাঠদান ছেড়ে ডাক্তারী পেশায় মনযোগী হয়ে পড়লেন। তো তিনি খুবই দুঃখীত ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেলেন। (সংকলন আয সীরতে সদরুশ শরীয়াহ পৃঃ ৩৭) মুহাদ্দীস সুরাতীর সাথে সাক্ষাতের পর অত:পর সদরুশ শরীয়াহ বদরুত ত্বরীকাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইচ্ছা ছিল যে তিনি বেরেলি শরীফ উপস্থিত হবেন। অত:পর বেরেলি শরীফ যাওয়ার সময় মুহাদ্দিস সুরাতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই প্রসঙ্গে আ-লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে একটি চিঠি লিখলেন। তিনি তাতে লিখলেন যেভাবেই হোক আপনি সদরুশ শরীয়াহ, বদরুত তরীকাহ মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের প্রতি মনোনিবেশ করে দিন। (তাজকেরায়ে সদরুশ শরীয়াহ, পৃঃ ১৬) সদরুশ শরীয়াহ নিজেই বর্ণনা করেছেন, আমি যখন আ-লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হই তো আমাকে বললেন, মাওলানা কি করছেন এখন? আমি বললাম, ডাক্তারী করি। আ-লা হযরত ফরমালেন, ডাক্তারী খুব ভাল কাজ। ইলম দুই প্রকার। (১) ইলমে দ্বীন, (২) ইলমে ত্বীন। কিন্তু ডাক্তারী পেশায় এটাই ক্ষতি যে সকাল সকাল পশ্রাব দেখতে হয়। এই কথা বলার পর শেষ পর্যন্ত আমার প্রশ্রাব দেখার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হল। আর এটা আ-লা হযরতের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অন্তরদৃষ্টি ছিল। কেননা আমি রোগীর রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রশ্রাব পরীক্ষা করতাম। আর এটা আ-লা হযরত এর ইচ্ছা ছিল যে প্রশ্রাবের প্রতি না দেখতে এবং আমার রোগীদের প্রশ্রাবের প্রতি দেখার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হল। (তাজকেরায়ে সদরুশ শরীয়াহ, পৃঃ ১৩) এই সাক্ষাতে আ-লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উনাকে নম্রতা ও দয়ার দৃষ্টি দিলেন এবং সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে উনার সাথে থাকার জন্য আদেশ দিলেন এবং মন লাগার জন্য উনাকে কিছু সংগঠন ও অন্যান্য কাজের দায়িত্ব দিলেন। সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কমপক্ষে দুই মাসে বেরেলি শরীফ অবস্থান করেন। রমযান শরীফ আসন্ন, সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঘরে যাওয়ার জন্য অনুমতী চাইলেন তো আমার আকা আ-লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইরশাদ করেন, যান তবে যখনি ডাক দিব তো তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। অত:পর সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দ্বিতীয় বারের মত বেরেলি শরীফ উপস্থিত হয়ে গেলেন

www.dawateislami.net

এবং আ-লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বেরেলি শরীফে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর স্থায়ীভাবে থাকার জন্য বন্দোবস্ত করছেন এমনিভাবে সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১৮ বছর আমার আকায়ে নেমত আ-লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সংস্পর্শে অতিবাহিত করেন। (তাজকেরায়ে সদরুশ শরীয়াহ, পৃঃ ১৪) বেরেলি শরীফে দুইটি স্থায়ী কাজ ছিল এক. মনজরুল ইসলাম মাদ্রাসায় পাঠদান করা, দুই. প্রেশের কাজ অর্থাৎ কপি প্রুফ সঠিক করা, কিতাব সমূহের প্রস্থান করা, চিঠির জাওয়াব আসা যাওয়ার খরচের হিসাব এই সব কাজ একাই করতেন। এই কাজ গুলি ছাড়াও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কিছু পান্ডুলিপি নতুন করে প্রথম থেকে লিখা, ফাতাওয়ার নকল করা এবং উনার খেদমতে থেকে ফাতাওয়া লিখে স্থায়ীভাবে পরিচালনা করতেন। তারপর শহরে গ্রামে অধিকাংশ জায়গায় দ্বীনের প্রচারের জন্য অংশগ্রহণ করতেন। (তাযকেরায়ে সদরুশ শরীয়াহ, পৃঃ ১-৪)

হযরত সদরুশ শরীয়াহ বদরুত ত্বরীকাহ মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পরিশ্রম ধৈর্য্য, দৃঢ়প্রতীজ্ঞ দেখে ঐ সময়ের বড় বড় ওলামায়ে কেরামগণ হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। আ-লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভাই হযরত ননী মিঞা মাওলানা মুহাম্মদ রেযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইরশাদ করেন, মাওলানা আমজাদ আলী হল কাজের মেশীন। সেটা এমন এক মেশীন যা কখনো ব্যর্থ হয় না। (তাযকেরায়ে সদরুশ শরীয়াহ, পৃঃ ১৭)

মুচ্ছেদ ভি মুকর্‌রর ভি ফকিয়ে আচর হাজির ভি
ও আপনি আপ মে যা এক ইদারা ইলম ও হিকমত কা।

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা; যখন সদরুশ শরীয়াহ ১৮ বছর পর্যন্ত আ-লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাতের সংস্পর্শে থাকার সৌভাগ্য নসীব হল তো ইলম ও হিকমতের উপর এমন ভাবে আলোকিত তারকা জলমল করছিল যে, বড় বড় ওলামায়ে কেরামগণ উনার ইলম কে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য পূর্ণ বান্দা গণের সংস্পর্ষে থাকলে অবশ্যই বরকত অর্জন হয়। ঐ সমস্ত পবিত্র আত্মা গণের সংস্পর্শে থেকে আখিরাতের চিন্তা নেককাজের প্রবণতা গোনার প্রতি ঘৃণা এবং ইলম ও হিকমতের অসংখ্যা মাদানী ফুল অর্জন হয়। সে দিন রাত আখিরাতের সফলতার জন্য নিজের ও অন্যের সংশোধনের জন্য সদা

www.dawateislami.net

ব্যস্ত থাকেন। তার অন্তর সব সময় আল্লাহর ভয়ে পরিপূর্ণ থাকে। এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এই সব নেককার লোকদের সংস্পর্শে থাকে। তাহলে ঐ পরিস্থিতিটা তার অন্তরে অনুপ্রবেশ করবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহল

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ফিতনার যুগে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পবিত্র মহল। এই মাদানী সংস্পর্শে পেতে অনেক সুযোগ একত্রিত করা হচ্ছে। আপনার কাছে মাদানী অনুরোধ যে শায়খে ত্বরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বরকত পাওয়ার জন্য, সুন্নাত সমূহ নিজের করার জন্য, নামায জামাত সহকারে পড়ার মন মানসিকতা তৈরীর জন্য, মিথ্যা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি গোনাহ থেকে বাচার জন্য এবং অন্যকেও বাঁচানোর জন্য নেকীর প্রতি অন্তর ঝোকার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামরি মাদানী মহলে সব সময় সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে উত্তম চরিত্র ও গুণের অধিকারী হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিত তার শহরে সংগঠিত হওয়া সাপ্তাহিক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়মিত অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করা। আল্লাহর রাস্তায় সফর কারী আশেকে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করা। এই মাদানী সফর করার বরকতে আপনার আখিরাতের প্রতি চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ হবে এবং অন্তর আখিরাত ভাল করার জন্য ছটফট করবে। যার ফলশ্রুতিতে গোনাহ করার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব হবে এবং তওবা করার সুযোগ হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইলমে জাকঝমক

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এইভাবেই তো আল্লাহ তায়ালা হযরত সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে অনেক জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা দান করেছেন। কিন্তু তিনি তাফসীর হাদীস এবং ফিকার মধ্যে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ফিকাহ অংশটি উনার মুখস্ত ছিল। এরি ভিত্তিতে ঐ সময়ের মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম

www.dawateislami.net

আহমদ রেযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে সদরুশ শরীয়াহ এর লকব দেন। (সদরুশ শরীয়াহ, পৃ: ১৯২) সদরুল কুউম আরবী ভাষায় সম্প্রদায়ের সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে বড় সম্মানীত ব্যক্তিকে বলা হয়। এই জন্য সদরুশ শরীয়া এর অর্থ হবে শরীয়ত জানা ব্যক্তিদের মাঝে সবচেয়ে সম্মানীত ব্যক্তি। (উমদাতুর রিওয়াইয়া শরহে বেকায়া, পৃ: ৫০) আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে দেওয়া লকবে স্পষ্ট হল যে ওয়াজেদে আসরাবে শরীয়ত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ও সদরুশ শরীয়াহ বদরুত ত্বরীকাহ মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ইলমের জাকঝমক সম্পর্কে ভাল জানা ছিল। যখন তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাহারে শরীয়তের প্রণেতা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে এমনি এক মহান উপাধী দিয়ে উনার জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ করলেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

অভ্যাস মোবারক

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নি:সন্দেহে সদরুশ শরীয়াহ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর গোটা জীবন আমাদের জন্য আলোক বর্তিকা। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ছাত্রদের মধ্য থেকে যিনিই তার জীবন কে নিজের মধ্যে এনেছেন সে সফলতা অর্জন করেছে। জামেয়াতুল আশরাফিয়া মোবারক পুর হিন্দের প্রতিষ্ঠাতা হাফেজে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ইরশাদ করেন। গরম খানা খাওয়ার দরুন মাড়ী দূর্বল হয়ে যায়। কিন্তু আমি গরম চা এই কারণে পান করতাম যে আমার উস্তাদ হযরত সদরুশ শরীয়াহ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ গরম চা পান করতেন। (ছাওয়ানেহে সদরুশ শরীয়াহ, পৃ: ১০৭) তিনি আরো বলেন, সফল ব্যক্তিদের অনুসরণ করলে সফলতা পাওয়া যায়। আমি হযরত সদরুশ শরীয়াহকে অনুসরণ করার কারণে সফল হয়েছি। এই জন্য আমাদের ও উচিত আমাদের প্রতিটি কাজ আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনুসরণকে প্রাধ্যান দেওয়া। যাতে আমাদের মধ্যে ভাল গুণ সৃষ্টি হয় এবং খারাপ অভ্যাস দূরীভূত হয়। আসুন সদরুশ শরীয়ার কিছু অভ্যাস শুনে নেই।

www.dawateislami.net

অত:পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর স্বভাব ছিল খুবই সুন্দর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতেন। মাথায় মোট কাপড়ের তৈরী গোল টুপী পরিধান করতেন। তাতেই ইমামা শরীফ বাঁধতেন। স্বাভাবিক ভাবে মধ্যম পর্যায়ে খাবার খেতেন। কখনো কখনো ভাল খাবার ঘরে রান্না করতেন নিজে খেতেন ও বাচ্চাদের খাওয়াতেন। পানি সব সময় ঠান্ডা পান করতেন। এমনকি শীতকালে রাতে কলসীতে পানি ভরে রাখতেন। আর দিনে তা পান করতেন। ভোনা গোশত, রুটি এবং তেলে ভাজা করলা উনার পছন্দনীয় খাবার ছিল। ভাল গরম চা পান করতেন। মিষ্টি জাতীয় থেকে হালকা মিষ্টি পছন্দ করতেন। আসরের পর একটু ঘুরতেন। আওয়াজ খুবই ভক্তি বজ্র ও সুউচ্চ ছিল। স্বভাবগত ভাবে খুবই দয়ালু ছিলেন। আত্মীয় স্বজনদের খুবই খবর রাখতেন। যদি বংশে কারো সাথে অসন্তুষ্টি থাকত তো মিলিয়ে দিতেন। **(সীরাতে সদরুশ শরীয়াহ, পৃ: ১০৬)**

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা দেখলেন তো আপনারা! সদরুশ শরীয়াহ মুফতী আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কেমন আকর্ষণীয় অভ্যাস ও গুণের অধিকারী ছিলেন। অথচ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ জ্ঞানের প্রসারতা ফিকহী জ্ঞানের দক্ষতা এবং গবেষণার অন্তরদৃষ্টি উনার পুরো বংশে জুড়ে ছিল। এই জন্য তিনি এই অভ্যাসকে ব্যবহার করে বংশে জুড়ে সাধারণ দু:খ কষ্ট বেদনা সমাধা করে মিলিয়ে দিতেন। আমাদেরও উচিত যখন কোন পরিবারের কোন সদস্যের মধ্যে অমিল হয়ে যায়। বা বাইরে কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় বা প্রতিবেশী কারো সাথে ঝগড়ার আগুন জ্বলে উঠে। তো ঐ প্রজ্জ্বলিত আগুনে ফুক না দিয়ে যতটুকু সম্ভব তা নিভানোর চেষ্টা করবেন। যেখানের ফিৎনার মুলোৎপাটন হয় সেখানে মুসলমান ভাইদের মধ্যে সংশোধন করে দেওয়ার সাওয়াব আমাদের কাছে আসবে। এই ব্যাপারে দুইটি হাদীস শরীফ শুনুন।

(১) সবচেয়ে উত্তম সদকা হল পরস্পর অসন্তুষ্ট লোকের মাঝে সমাধান করে দেওয়া। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদাব, বাবু ইসলাহু বায়নান্নাস, খ: ৩, পৃ: ৩২১)**

(২) যে ব্যক্তি লোকদের মাঝে সমাধা করে, আল্লাহ তায়ালা তার কাজকে সঠিক বলেন এবং তাকে প্রত্যেক শব্দের বিনিময়ে এক এক গোলাম মুক্ত করার

www.dawateislami.net

সাওয়াব দান করেন। আর যখন সে ফিরে আসে তো তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হয়েই ফিরে আসে।

সৈদরুশ শরীয়ার পথ প্রদর্শন

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শরীয়তের ইমাম, ত্বরীকতের চাঁদ, হযরত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের সম্পূর্ণ জীবন শরীয়ত ও ত্বরীকতের খেদমতে অতিবাহিত করেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ সময়ে উনার জীবনে এমনি ভাবে পথ প্রদর্শন করেছেন যেটার উপর বুদ্ধিমান আলীমরা আজো হতবুদ্ধি হয়ে যান। আসুন! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জ্ঞানের কিছু ইতিকথা শুনি।

বাহারে শরীয়ত! হানাফী ফিকার ইনসাইক্লোপিডিয়া

সদরুশ শরীয়াহ বদরুত ত্বরীকাহ মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জ্ঞানের ইতিহাসের তালিকায় বাহারে শরীয়ত রয়েছে। এই কিতাব উর্দূ ভাষায় আকাইদ সহ সচরাচর কার্যাবলী ও সমস্ত জরুরী মাছায়েল এখানে একত্রিত করা হয়েছে। বিশেষকরে তা সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কলমের ধারাবাহিকায় তা ১৭ খন্ডে বিভক্ত নকল করা হয়েছে যে হানাফী মাঝহাবের বিখ্যাত ফিকার কিতাব ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি শত শত উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে হযরত সায়্যেদুনা শায়খ নিজাম উদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নেতৃত্বে আরবী ভাষায় প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু কোরবান হয়ে যান সদরুশ শরীয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ কাজ একাই উর্দূ ভাষায় করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং জ্ঞানের স্তুপ নয় শুধু ফতওয়া নির্বাচন করে করে তাতে সম্পৃক্ত করেছেন। এমনকি শত শত আয়াত ও হাজারো হাদীস বিষয়বস্তু আকারে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলেন, যদি আওরঙ্গজেব আলমগীর এই কিতাবটি দেখতেন তো তিনি তা স্বর্ণের সাথে ওজন করতেন এবং নি:সন্দেহে হিন্দে পাক মুসলমানদের প্রতি তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অবদান খুবই বেশী। অনেক বড় আরবী কিতাবে ছড়ানো ছিটানো ফিকহী মাছায়েল সমূহ কে একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। সেখান থেকে অসংখ্য এমন মাসালা

www.dawateislami.net

রয়েছে যা শিখা প্রত্যেক মুসলীম নর নারীর উপর ফরজে আঈন। এই কিতাব লিখার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন। উর্দূ ভাষায় এমন কোন কিতাব প্রণয়ন হয়নি। যা সঠিক মাছয়ালা সম্বলিত। ও প্রয়োজনীয়তার জন্য যথেষ্ট। (তাযকেরায়ে সদরুশ শরীয়া, পৃ: ৪৫) এউ উদ্দেশ্যেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই ধরনের বড় এক কিতাব প্রণয়ন করেন। এমন কি তিনি নিজে বলেন, এই কিতাবটি প্রণয়নের সময় ইবারত সহস করার খুব চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে বুঝার ক্ষেত্রে কোন কষ্ট না হয়। এবং অল্পজ্ঞানী ও মহিলারা ও বাচ্চারা যাতে এর থেকে উপকার লাভ করতে পারে। এই কিতাবের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাহারে শরীয়তের ২য়, ৩য়, ৪র্থ খন্ড অধ্যয়ন করে এই প্রসঙ্গে একটি প্রশংসা মূলক বাণীও লিখেন।

এই কিতাবে ফরজ উলুমের সাথে সাথে কোরআনের আয়ত হাদীস শরীফ আর প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে অসংখ্য সুবাশিত শরীয়তের মাছায়েল সুবাশ ছড়াচ্ছে অবশ্য এই কিতাব পড়ার দ্বারা না শুধু মন ও মস্তিষ্ক আলোকিত হবে বরং যে কোন কার্যাবলী শরীয়তের দিগনিদের্শনা অনুযায়ী চলার সৌভাগ্য সৌভাগ্য অর্জন হবে। বাহারে শরীয়তের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত জ্ঞানের স্তুপকে আরো উপকারী করে তোলার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মজলীস আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ মাদানী ওলামায়ে কেরামগণ সংশোধন ও সহজ করেছেন। এবং আরো অনেক প্রান্তটিকা লিখার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ পরিপূর্ণ কিতাব মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত হয়ে সবার সামনে চলে এসেছে। সাধা মুদ্রন ৩ খন্ডে হতে হাদিয়া দিয়ে পাওয়া যাবে। এছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** এর মাধ্যমেও পড়া যাবে। ডাউনলোডও করা যাবে এবং প্রিন্ট আউটও করা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কানযুল ঈমানের অনুবাদের অনুপ্রেরণকারী

সদরুশ শরীয়া বদরুত ত্বরীকা, মুফতী আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বেরেলী শরীফে অবস্থান কালে সঠিক ও ভূল থেকে মুক্ত হাদীস ও ইমাম গণের বানী

www.dawateislami.net

অনুসারে এক বঙ্গানুবাদের প্রয়োজন অনুভব করে কোরআনে পাকের তরজুমার জন্য আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে এক আবেদনে উপস্থান করা হল। তো তিনি ইরশাদ করলেন, এটাতো খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ছাপানোটা কপিগুলো লিখা। অযু সহকারে কফি গুলো ও হরফ গুলো ঠিক করা আর এমনভাবে ঠিক করতে হবে যাতে ইরাব নুকতা আলামতে কোন রকম ত্রুটি বিচ্যুতি না হয়। তারপর এসব কিছু হয়ে যাওয়ার পর সবচেয়ে বড় জটিলতা হল প্রেশে সব সময় অযু অবস্থায় থাকতে হবে। অযু ছাড়া পাথরকে না স্পর্শ করবে না কাটবে। পাথর কাটার সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ছাপার সময় যে যুগল বের হয় সেগুলোও খুব সতর্কতার সাথে রাখবে। তিনি আরজ করলেন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যে কথা গুলো জরুরী তা পূর্ণ করার চেষ্টা করা হবে। অবশ্যই মানছি আমাদের পক্ষ থেকে এমন হবে না। তো যেহেতু একটা জিনিস রয়েছে তো হতে পারে আগামীতে কোন ব্যক্তি এটা মুদ্রিত করার এবং আল্লাহর সৃষ্টির উপকার করার চেষ্টা করবে। আর যদি এখন এই কাজ করা না হয় তো আগামীতে এই কাজ না হওয়ার ব্যাপারে আমাদের বড় আফসোস করতে হবে। উনার এই আবেদনের পর অনুবাদের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নেক প্রচেষ্টা সফল হল এবং মুসলমানদের বড় সংখ্যক মুজাদ্দিদে আজম, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর লিখিত কোরআনে পাকের সঠিক তরজুমা, তরজুমায়ে কানযুল ঈমান থেকে উপকৃত হয়ে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইল এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। (তাযকেরায়ে সদরুশ শরীয়া, পৃ: ১৭)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীস শরীফে রয়েছে, مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ- অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে নেকীর প্রতি পথ দেখাবে, তবে তার জন্যও ততটুকু সাওয়াব অর্জিত হবে, যতটুকু সাওয়াব এটির আমল কারীর হবে। (সহীহ মুসলীম, বাবু ফজলে ইয়ানাতুল গাজী, হাদীস ১৮৯৩, পৃ: ১০৫০) প্রখ্যাত মুফাচ্ছির হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন : নেকী কাজ সম্পাদনকারী নেকীর কাউকে দিয়ে করানো, কাউকে বলা। পরামর্শ দেওয়া সবাই সওয়াবের অংশীদার। (মীরাতুল

www.dawateislami.net

মানাজীহ, ১ম খন্ড, পৃ : ১৯৪) এই হাদীস শরীফের আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, সদরুশ শরীয়া বদরুত ত্বরীকা নিজের উদাহরণ সামনে উপস্থি হচ্ছে কেননা তিনি মহান কিতাব বাহারে শরীয়তের লিখার সাওয়াব তো পাবেনই সাথে সাথে তরজুমায়ে কানযুল ঈমান লিখার ও লিখানোর সাওয়াবও পাবেন। এমনকি যতদিন পর্যন্ত এই কোরআনের তরজুমা থেকে উপকার পেতে থাকবে ততদিন এর সাওয়াবও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সদরুশ শরীয়ার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আমল নামায় লিখা হবে এর থেকে আমার জন্য মাদানী ফুল হচ্ছে হতে পারে আমাদের এই নি:শ্বেষ হয়ে যাওয়া জীবনের মধ্যে যদি এমন কোন কাজ করা হয়, যা মারা যাওয়ার পরেও আমাদের কাজে আসবে। স্মরণ রাখবেন! دارُالعَمَل অর্থাৎ দুনিয়া আমল করার জায়গা এবং আখিরাত ফল ভোগ করার জায়গা। তাই বুদ্ধিমানদের আকাংখা হল এটাই যে, দুনিয়াতে থেকে আখিরাতের প্রস্তুতি যাতে কবর ও হাশরের পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করতে নেয়া পারেন এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত নেয়ামত জান্নাতের অবিরাম নেয়ামতের আনন্দ উপভোগ করে।

হযরত সায়্যেদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করিম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন : যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় তখন তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল চলমান থাকে। সদকায়ে জারিয়া ইলমে নাফে (উপকারী জ্ঞান) নেককার সন্তান । যে তার জন্য দোয়া করে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ওসিয়্যাহ, বাবু মা ইয়ালহাকু ইনসান, হা: ১৬৩২, পৃ: ১৬৩২, পৃ : ৮৮৬)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন, এই তিনটি জিনিষ এমন যেটার সাওয়াব মৃত্যুর পর ইচ্ছা অনিচ্ছায় পৌঁছে যায়। কেউ ইছালে সাওয়াব করুক আর নাই করুক। সদকায়ে জারিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওয়াকফ, যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা। ওয়াকফকৃত বাগান। যেখান থেকে লোকদের উপকার সাধিত হয়। আর ইলমে নাফে (উপকারী জ্ঞান) দ্বারা উদ্দেশ্য হল দ্বীনি কিতাব। নেককার ছাত্র যেখান থেকে দ্বীনি উপকার হয়। (মীরাতুল মানাজীহ, ১ম খন্ড, ১৮৮ পৃ:)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও ভাল ভাল নিয়্যতের সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সাওয়াব পেতে, মসজিদ মাদ্রাসা নির্মানের সাথে

www.dawateislami.net

সাথে নিজেকের নেক কাজে নিয়োজিত রেখে নিজের সন্তানদের দেরকে সুন্নাতের প্রশিক্ষণ দিয়ে নেককার বানানো উচিত। যাতে আমাদের মৃত্যুর পর মাগফিরাতের দোয়া এবং ইছালে সাওয়াবের মাধ্যমে আমাদের সন্তান আমাদের কাজে আসে। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া। আল্লাহ তায়ালা এই পিতার উপর দয়া করুন যে নেকী করার দ্বারা নিজের সন্তানকে সাহায্য করে। (মসনফ ইবনে আবি সায়বা, ১০১/২)

সন্তানদের বাহ্যিক সাজ সজ্জা পোষাক পরিচ্ছেধ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসের পাশাপাশি তার চরিত্র ও মন পরিশুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। এমনকি নিজ সন্তানকে নেককার বানিয়ে সাওয়াবে জারিয়ার সাথে সাথে শায়খে ত্বরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা বন্টন ও সব সময় সাওয়াব অর্জনের ও আখিরাতে কাজে আসার মত নেক কাজ। ঐ রিসালা পাঠ করে কেউ যদি ধারাবাহিক ভাবে নামাযী হয়। সুন্নাতের আমল কারী হয়ে যায়, ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী হয় নেকীর দাওয়াত প্রসারকারী হয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে তবে যতদিন পর্যন্ত সে এই নেক আমল করতে থাকবে তো আমাদেরও সেই সাওয়াব পেতে থাকব এবং সেটার দ্বারা যতজনই নেককার হবে, তাদের সবার আমল অনুসারে আমরাও সাওয়াব পেতে থাকব।

সুন্নাতো কি করো খোব খিদমত হার কিছি কো দো নেকী কি দা'ওয়াত
নেক নে ভি বনো ইলতিজা হে ইয়া খোদা তুজছে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরের কাজ

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক আমল করার সাথে সাথে আমাদের ব্যক্তিগত অভ্যাসের পরিবর্তন আনা উচিত। অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকা, ধমক দেওয়া, কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদের অভ্যাস দূর করে নিজের মধ্যে নম্রতা ও বিনয়ীভাব সৃষ্টি করা উচিত। আমাদের পূর্ববর্তীগণের নম্রতা ও বিনয়ীভাবের উদাহরণ তারা নিজেরাই। যেমনিভাবে হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ব্যাপারে

www.dawateislami.net

এসেছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বড় আলীম, ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও বিনয়ী নম্রতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁর মাঝে নম্রতা ও সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা ছিল। অনেক বড় উস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঘরের কাজ করতে কোন লজ্জা করতেন না। ঘরে তরকারী ছিলতেন ও কাটতেন এবং অন্যান্য কাজও করে দিতেন। প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুন্নাতের উপর আমল করতে গিয়ে ঘরের কাজ কর্মে কোন প্রকারের লজ্জা অনুভব করতেন না। বরং সুন্নাতের উপর আমলের নিয়্যতে আনন্দচিত্তে সব কাজ করে নিতেন। আমাদেরও উচিত যখনিই সুযোগ পাব। যদি কোন সুবিধা না থাকে তবে ঘরের কাজ কর্ম আনন্দ চিত্তে করার চেষ্টা করব। ঘরের কাজ নিজ হাতে করা মুহসিনে ইনসানিয়্যত শময়ে বজমে হিদায়াত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে মোবারকা।

অত:পর উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যেদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর কাছে প্রশ্ন করা হল : যে নবী করিম রয়ুফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি ঘরের কাজ করতেন? ইরশাদ করলেন : হ্যাঁ! তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের জুতা মোবারক একত্রিত করতেন। কাপড়ে বোতাম লাগাতেন এবং তিনি সমস্ত কাজ করতেন যে কাজ পুরুষ নিজ ঘরে করে থাকে। **(মসনদে ইমাম আহমদ, হা: ২৫৩৯৬)** হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ঘরের কাজে কষ্ট অনুভব করতেন না। ছাগলের দুধ দোহন করতেন। নিজের কাপড় ধুয়ে নিতেন, জুতা সমূহের জোড়া লাগাতেন। জেনে রাখুন ঘরে কাজ করা নেককারদের পদ্ধতি। কোন বৈধ কাজে কষ্ট অনুভব না করা উচিত। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৮৭৪)**

আপনে কাপড়ে খুদ ধূ লেনা খাক কি বস্তুর পর ছো লেনা

সাদহে সাদাহ নেক তবইয়্যাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হায়! আফসোস! আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদায়কৃত কাজ সমূহ থেকে কিছু শিখার এবং এর উপর আমল করার সফল হয়ে যায়। এবং ঘরে নিষ্টা ভরা পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যতটুকু সম্ভব কাজ কর্ম নিজ হাতে করা ছাড়াও পরিবারের সদস্যদেরকে হাত লাগিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করব। এতে শুধু

www.dawateislami.net

পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালবাসা বাড়বে তা নয় বরং ঘরে নিজের মত পরিবেশ তৈরী হবে। স্মরণ রাখুন! ছোট ছোট কাজ বাচ্চার মাকে দিয়ে করানো এবং সব সময় অন্যের উপর হুকুম চালানোতে শুধু ঘরের পরিবেশ নষ্ট হবে না এতে আরো অনেক সমস্যা সৃষ্টি হবে। ঘরে কাজ না করা এবং তার থেকে দূরে থাকা ওলামায়ে কেরাম অহংকারের সাথে তুলনা করেছেন। অত:পর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা মূলক প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা তাকাব্বুর ৩৪নং পৃষ্ঠায় রয়েছে নিজের ঘরের কাজ করা, বাজার থেকে সওদা করা যদি নিজের কাছে ছোট মনে করে তো তা অহংকারের আলামত। **(আল হাদিকাতুল নাদিয়া, খন্ড ১, পৃ: ৫৮৬)**

এই জন্য কারো কাছে যদি এই অভ্যাস থাকে তবে দয়া করে তার চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অহংকার এবং প্রত্যেক প্রকারের স্পষ্ট অস্পষ্ট রোগ থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গোনাহো কি আমরাদ্ব ছে নিম জাহো পায়ে মুরশিদি দে শিফা ইয়া ইলাহি
বানাদে মুঝে নেক নেকো কি সদকা গোনাহো ছে হার দাম বাছা ইয়া ইলাহি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনিতে আমরা শুনলাম তিনি শরীয়তের উপর আমলকারী ঘরের কাজ কর্মে অংশগ্রহণকারী। অনেক বড় আলীমে দ্বীন ছিলেন। আসুন! এখন তার ওফাতের ঘটনা শুনি। অত:পর খলিফা সদরুশ শরীয়া, পীরে ত্বরীকত হযরত আল্লাম মাওলানা হাফেজ ক্বারী মুহাম্মদ মুছলেহ উদ্দিন সিদ্দিকী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন : বাহারে শরীয়তের লেখক হযরত সদরুশ শরীয়া মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সঙ্গে আমি মদীনাতুল আউলিয়া আহমাদাবদ শরীফ (ভারত) এর মধ্যে হযরত সায়্যেদুনা শাহে আলম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি। এবং ঐ দুই আসনের নিচে উপস্থিত হই। যেখানে দোয়া কবুল হওয়ার প্রসিদ্ধি রয়েছে এবং যার যার অন্তরের দোয়া করে যখন পৃথক হলাম। তখন আমি আমার পীর মুরশীদ হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে আরজ করলাম : হুযুর!

www.dawateislami.net

আপনি কি দোয়া করলেন? বললেন : হুযুর! আপনি কি দোয়া করলেন? বললেন: প্রত্যেক বছর হজ্জ করার সৌভাগ্য যাতে হয় আমি মনে করেছি হযরত যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন হজ্জের সৌভাগ্য যেন হয়। কিন্তু এই দোয়া ও কবুল হয়ে গেল ঐ বছরই হজ্জের ইচ্ছা করলেন। সফিনায়ে মদীনায়ে আরোহন করার জন্য নিজ দেশ মদীনাতুল ওলামা গোছি (দিলায় আজম গড় হিন্দ) বোম্বে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখান তার নিউমোনিয়া হয়ে গেল এবং জাহাজে আরোহন করার পূর্বে ১৩২৭ হি: যিলকাদুল হারাম ২য় দিন ১২:২৬ মিনিটে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে তার ওফাত হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আকাংখিত দোয়া প্রত্যেক বছর হজ্জের সৌভাগ্য হওয়া এমনিভাবে কবুল হল যে, হজ্জের সফরের সময় তিনি এর ওফাত হল। হাদীস শরীফে রয়েছে : যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরা করার নিয়্যতে বের হয় এবং যদি তার মৃত্যু এসে যায়। তবে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব দেওয়া হবে। **(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী বাবু দিল মনাছেক, ছদলুল হজ্জ ওয়াল ওমরা, হা: ৪১০০, খ : ৩, পৃ : ৪৭৪)**

মদীনে কে মুসাফির হিন্দ ছে পৌঁছা মদীনে মে
কদম রাখনে পি ভি নওবত না আয়ে যে সফিনে মে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা সদরুশ শরীয়া বদরুত ত্বরীকা মুফতী আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে বর্ণনা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্পূর্ণ জীবন একনিষ্ঠতা ও আল্লাহ তায়ালার জন্যই ছিল। সম্পূর্ণ জীবন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইসলামের গেছে সেছ দেওয়ার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। ইসলাম ধর্মকে সমুন্নত করার জন্য না শুধু তিনি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে কানযুল ঈমানের অনুবাদ করার উৎসাহ দিলেন বরং সে ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য তা আমলী পোষাকে পরিধান করিয়ে "তরজুমায়ে কানযুল ঈমান" এর আকৃতিতে পরবর্তীতে আশা লোকদের জন্য একটি ধন ভান্ডার প্রধান করেন। এমনিভাবে বাহারে শরীয়াত এর মত বড় কিতাব লিখে মুসলমানদের

www.dawateislami.net

কে নিজের জীবনকে শরীয়ত অনুসারে চলার ব্যবস্থা করে যান। এর সাথে সাথে সারা দুনিয়াতে ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য এবং তার প্রচার করে তিনি তার যোগ্য ছাত্রদের একটি বড় সংখ্যক দল তৈরী করে যান। আল্লাহ তায়ালা সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদেরও দ্বীনকে সমুন্নত করার এবং শরীয়ত অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার তাওফিক প্রদান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মজলিশের পরিচয়

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি হওয়ার কারণে ডাক্তারদের চিনার জন্য নাম গুলো ভিন্ন ভিন্ন রাখা হয়েছে। অত:পর ডাক্তারদের নাম যখন নেওয়া হয় তো সাধারণত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এলুফেতিক ডাক্তার। ইউনানি চিকিৎসককে হাকিম বলা হয়। পশুদের ডাক্তারদের ভিটারনারি ডাক্তার এবং ডাক্তারদের আর একটি হল হোমিওফেতিক ডাক্তার। বর্তমান ডাক্তারদের অধিকাংশই ফরজ বিষয়ক জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। অত:পর কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে প্রত্যেক প্রকারের ডাক্তারদের জন্য পৃথক মজলিশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সমস্ত মজলিসের একটাই উদ্দেশ্য তা হল : সম্পৃক্ত লোকদের ফরজ বিষয়ক জ্ঞানের গুরুত্ব তাদের অন্তরে জাগিয়ে তোলার সাথে সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পয়গামকে পৌঁছান। এবং তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করে ঐ মাদানী উদ্দেশ্য : আমাকের নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অনুসারে জীবন পরিচালিত করার মন মানসিকতা প্রদান করা।

আল্লাহ করম এছা করে তুজপে জাহা মে
এ দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী দুম মাচী হো।

১২ মাদানী কাজে অংশনিন:

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও নেক কাজে অংশ নেওয়া নেক কাজ করা ও গুনাহ থেকে বাঁচা ও অন্যকে বাঁচানো এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে ছোট বড় সবাইকে অংশ নেওয়া উচিত। যেলী হালকার মাদানী কাজের মধ্য থেকে একটি কাজ হল সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকার, লোকদেরকে ইলম ও হিকমত এর মাদানী ফুল দেওয়া, তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া এবং ইলমে দ্বীন শিখানো বুযুর্গাদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی আমল রয়েছে; বুযুর্গাণে দ্বীনের একটি সংখ্যা এমন যারা ইলমে দ্বীনের আলো জ্বালানো এবং লোকদের হেদায়াতের রাস্তা প্রশস্থ করতে সময় সময় বিভিন্ন ভাবে ইলমে দ্বীন শিখানোর ব্যবস্থা করতেন। ওরামায়ে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কামেলিনদের সংস্পর্শে তাদের বয়ানের স্বাদ এবং তাদের কর্মকান্ড হৃদয়গ্রাহী হাজারো লোকদের সুপথ পাওয়ার মাধ্যম হয়। এই কারণে হযরত সায়্যিদুনা হাকিম লোকমান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের পুত্রকে ওছিয়ত করতে গিয়ে বলেন: হে বৎস! যখন তুমি এমন কোন দলকে দেখবে যারা আল্লাহ্ তায়ালার যিকির করছে। তো তুমি তাদের সংস্পকের্শ থাক। যদি তুমি আলীম ও হয়ে যাও তাহলে তোমাকে তোমার ইলম উপকার দিবে। আর তুমি যদি মূর্খ হও তখন তারা তোমাকে শিখিয়ে দিবে। আর তুমি যদি আল্লাহ্ তাআলার রহমত যখন তাদের উপর বর্ষন হবে। তখন তুমি তাদের সংস্পর্শে থাকার কারণে সেখানকার অংশ পাবে আর এমন মজলিশে বসবেনা যেখানে আল্লাহ্ তাআলার যিকির হয়না। এই জন্য তুমি যদি আলিমতও হও তবে তোমাকে উপকার দিবেনা আর তুমি যদি মূর্খ হও তো তাদের সংস্পার্শ তোমার মূর্খতাকে আরো বাড়াবে যদি তাদের উপর আল্লাহ্ তাআলার গযব হয়। তবে তাদের সাথে থাকার কারণে তুমিও ফেঁসে যাবে। (রুহুল বয়ান) আর একটি জায়গায় নিজের পুত্রকে ওছিয়ত করতে গিয়ে বলেন: আলিমের মজলিশে অবশ্যই বস। আর বিজ্ঞদের কথা মনোগোগ দিয়ে শুন। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা মৃত কলবকে হিকমতের নূর দিয়ে এমনি জীবন্ত করে দেন যেমনি ভাবে জমিনকে বৃষ্টির পানির ফোটা দ্বারা জীবন্ত করেন। **(আসসীরাজুল মুনীর, ৩/১৮৫)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! رَئِيْسُ الْحُكَمَاء হযরত সায়্যিদুনা হাকিম লোকমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কেমন ইলম ও হিকমত ভরা মাদানী ফুর দিলেন। আলিমদের সংস্পর্শে থাকা উচিত। তাতেই উপকার রয়েছে আলিম হওয়া সত্ত্বেও আলিমদের মজলিশে সম্পৃক্ত থাকবে এবং যদি মূর্খ হয় তো তখনো তার উপর আবশ্যক যে আলিমদের সংস্পর্শে থাকবে। ইলম ও হিকমত পূর্ণ কথাই যেখানে চিন্তা ও দৃশ্য দৃষ্টি শক্তির জানালা আলোকিত, সেখানে ইলমে দ্বীন শিখার সাওয়াব ও আসে। ☺ শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه পূর্ববর্তীগণের পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাপক অনুসারে কুরআন ও হাদীসেকর আলোকে না শুধু শরীয়াতের প্রশ্নের জওয়াব দেন তা নয় বরং অনেক সময় ডাক্তারী পরামর্শের মাধ্যমে আলোকি করেন এবং সমস্যার সমাধান দেন। বিভিন্ন ইলমী মাদানী ফুলের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তরে ও প্রত্যক্ষকারীও শ্রবনকারীর অন্তরে আল্লাহ্ তাআলার ভয় ও প্রিয় মুস্তফার মুহাব্বত প্রজ্বলিত হয়। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রত্যেক প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য হল; সঠিক রাস্তা থেকে সরে যাওয়া লোকদের সুপথে নিয়ে আসা আর তাদের সুন্নাতের আমলদার বানানো। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য ইসলামী ভাই ও বোন তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে গুনাহ থেকে তাওবা করে ইসলামী শিক্ষাকে নিজের কনে নিয়েছে। আসুন! আপনাদের মন খুশী করার জন্য এক মাদানী বাহার শুনাচ্ছি:

ফ্যাশন পূজারীর সংশোধন:

লায়্যা শহর (শুবা পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর যুবকের বর্ণনা; আমি সুন্নাত থেকে দূরে ফ্যাশনের নেশায় মত্ত থাকতাম, প্রতিদিন সাজসজ্জা মূলক কাপড় পরিধান করাতাম। অযতা আড্ডায় আমার মূল্যবান সময় অতিবাহিত করা আমার কাজ ছিল। আল্লাহ্র যিকির থেকে একেবারে বিমুখ ছিলাম। নেকী পূর্ণ জীবনের মনমানষিকতাটা কিছুটা এভাবে আসল: একবার মাদানী মুযাকারার বয়ানের মাধ্যমে আমার জীবনের চিত্রটাই বদলে গেল। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর গভীর জ্ঞানের কৃত

www.dawateislami.net

বয়ানের অমূল্য সম্পদ শোনার সৌভাগ্য হল। আল্লাহ্‌র ভয় প্রিয় মুস্তফার মুহাব্বতের প্রভাবে আমার কঠিন হৃদয়ে আলো আসল। পূর্বের জীবনের প্রতি ঘৃণা আসল। এই কারণে বাকী জীবনকে গনীমত মনে করে ফ্যাশনকে বর্জন করে সুন্নাতের উপর আমল করার এবং নামাযকে ধারাবাহিক ভাবে আবশ্যক করে নিলাম। তাড়াতাড়ি মাথায় সবুজ পাগড়ী সাজিয়ে নিলাম এবং দাঁড়ী শরীফ দ্বারা নিজের চেহারাকে নূরানী করলাম। আর নেকীর উপর সর্বদার জন্য সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম নেকীর দাওয়াত প্রচার প্রসারের জন্য তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করা আমার আমল হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এখনো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লীগের মত সুন্নাতের প্রচার করে যাচ্ছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবহি, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

আসুন! বসার কিছু আদব ও সুন্নাতের বর্ণনা শুনি:

* নিতম্ব জমীনের উপর রাখুন এবং উভয় হাটু দাড় করিয়ে উভয় হাত দদিয়ে পেছিয়ে ধরুন এবং এক হাত অন্য হাত দিয়ে শক্তভাবে ধরুন, এইভাবে বসা সুন্নাত। (কিন্তু তখন হাটুতে চাদর বা অন্য কিছু দিয়ে ডেকে নেওয়া উত্তম) * চার জানু হয়ে বসা নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট থেকে প্রমান আছে। * যেখানে কিছু রোদ ও কিছু ছায়া সেখানে যেন বসা না হয়। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ছায়ায় থাকে আর তার থেকে যদি ছায়া সরে যায় আর সে যদি কিছু ছায়ায় থাকে তবে তার উচিত সে সেখান থেকে উঠে যাবে। * ক্বিলামুখী হয়ে বসা। (রসায়িলে আত্তারীয়া, ২য় অংশ, ২২৯ পৃষ্ঠা) * আ'লা হযরত

www.dawateislami.net

ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখেন: পীর ও উস্তাদের অনুপস্থিতে তাদের মধ্যেও বসবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া) * যখন কোন ইজতিমা বা মজলিশে আসবে তো লোকদেরকে ডিঙ্গিয়ে আগে আসবেনা, যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসে যাবে। * যখন বসবে তখন জুতা খুলে ফেলুন, আপনার পা আরাম পাবে। * মজলিশ থেকে পৃথক হওয়ার পর এই দোয়া তিনবার পড়বে তো গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। আর যে ইসলামী ভাই কো ভাল মজলিশ বা যিকিরের মজলিশে এই দোয়া পড়বে তো তা কল্যাণের ব্যাপারে মহর লাগিয়ে দেওয়া হবে। ঐ দোয়া হল: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ অনুবাদ: তোমার সত্ত্বা পবিত্র হে আল্লাহ্! তোমার জন্য সমস্ত কল্যাণ। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তোমার কাছে ক্ষমা চায়। আর তোমার কাছে তাওবা করছি। * যখন আলিম আমলকারী বা মুত্তাকী ব্যক্তি বা সয়্যিদ সাহেব বা বাবা মা আসেন। তখন সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া সায়োব। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: বুযুর্গদের আগমণের ভিত্তিতে সম্মানার্থে দাঁড়ানো স্বাগতম জানানো বৈধ বরং সাহাবীদের সুন্নাত।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

)১ (বুযুর্গরা বলেছেন :যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে)বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে (এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময় ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত(

)২(সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে

www.dawateislami.net

দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।)প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬৫(

)৩ (রহমতের সত্তরটি দরজা صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ **:**

যে এই দরূদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

)৪(এক হাজার দিনের নেকী جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ **:**

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত ,ছরকারে মদীনা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :এই দরূদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন।)মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫৪,হাদীস নং-১৭৩(

) ৫ (ছয় লক্ষ দরূদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً

دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন :এই দরূদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৪৯(

)৬(নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হুযুর আনোয়ারصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরামعَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মাণিত লোকটি কে !যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীমصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন :সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে।)আল ক্বাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫)

www.dawateislami.net